# পবিত্র মি'রাজ শরীফ ও গতিবিজ্ঞান

বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রকাশের ১১ বৎসর ৪ মাস ১৫ দিনের মাথায় রজবের ২৭ শে রাত্রিতে পবিত্র মি'রাজ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর ৪ মাস ১৫ দিন। নবুয়তের মাঝামাঝি অর্থাৎ সাড়ে এগার বৎসরের সময়ে এই অত্যাশ্চার্য ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় সংঘঠিত হয়েছিল। আল্লাহ পাক আপন বন্ধুকে দুনিয়া থেকে লা-মাকানে নিয়ে গিয়ে অতি গোপনে সাক্ষ্যাৎ দান করেন। এই উর্দ্ধমহাভ্রমন ছিল একদিকে আশ্চার্য- অপরদিকে সম্মান প্রদর্শনের চুড়ান্ত ব্যবস্থা। এই মহাভ্রমন এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়- যখন আকাশ ভ্রমনের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। আকাশ বিজ্ঞানের কোন থিউরীও তখন আবিস্কৃত হয়নি। গতি বিজ্ঞানের ধারনাও তখন পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো- অতি অল্প মূহুর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক এই ভ্রমনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমে দুনিয়ার ভ্রমন, তারপর সপ্ত আকাশ ভ্রমন, তারপর সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা থেকে আরশ মোয়াল্লা পর্য্যন্ত ভ্রমন, এরপর লা-মাকানের ভ্রমন। এই চারটি স্তরের ভ্রমন কাহিনী কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে বিধৃত হয়েছে। পবিত্র মি'রাজের এই স্বল্পকালীন মহাভ্রমণ্য ভ্রমনের গতি যদি হিসাব করা হয়- তাহলে আলোর গতি ফেল হয়ে যাবে। কারণ, আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এবং সূর্য পর্য্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। এরপর সপ্তাকাশ, সিদরাতুল মোন্তাহা, আরশে মোয়াল্লা ও লামাকানের ভ্রমনের জন্য আলোর গতিতে কত সময় লাগতে পারে- তার হিসাব কেউ দিতে পারবেনা। তবে তাফসীর গ্রন্থে আরশ মোয়াল্লা পর্য্যন্ত ৫০ হাজার বছরের রাস্তার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু গতির কোন উল্লেখ নেই। এখন যদি কেউ বলে- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বোরাকের গতি ছিল আলোর গতি সম্পন্ন- তাহলে

ভুল হবে। কারণ এতে সময় লাগবে অনেক বেশী। অথচ মিরাজ হতে ফিরে এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন- এখনো বিছানা গরম, অযুর পানি এখনও প্রবাহিত, ঘরের দরজা কড়া এখনও কম্পমান। অতএব প্রমাণিত হলো- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোচ্চ গতি সম্পন্ন নূর। মি'রাজে গমনের সময় তিনি গিয়েছিলেন বোরাক ও রফরফে চড়ে। কিন্তু ফিরতি পথে লা-মাকান থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্য্যন্ত কোন যানবাহনের উল্লেখ নেই। ষষ্ঠ আকাশ থেকে ৯ বার খোদার দরবারে গমনা-গমন হয়েছিল হুযুর (দঃ)-এর নূরের গতিতে। ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাফসীরের রুহুল বয়ান সূরা আন্‌নজম ২নং আয়াতে এবং সাতশত বছরের পূরাতন ফার্সী গ্রন্থ "রিয়াজুন নাছিহীন" উল্লেখ করেছেন যে, "মি'রাজ থেকে ফিরতি পথে- না ছিল বোরাক, না ছিল রফরফ, না ছিল ফিরিস্তা এবং ছিলনা অন্য কিছু। তিনি নিজ নূরানী শক্তিতে নির্ভুল রাস্তা দিয়ে নেমে এসে ছিলেন পুনঃ বাইতুল মোকাদ্দাসে সেখান থেকে বোরাকে চড়ে মক্কা মোয়াজ্জমায় পৌঁছেন।" এই নূর সৃষ্টি হয়ে প্রথমে লামাকানে ঘূণায়মান ছিল কোটি কোটি বৎসর। ঐ সময় আরশ-কুরছি আসমান-জমিন, চাঁদ-সুরুজ, মানব-দানব, বেহেস্ত-দোজখ, ফিরিস্তা কিছুই ছিলনা। ইমাম আবদুর রাজ্জাকের মুসান্নাফ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ং নবীজির পবিত্র জবানে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই নূরের বাহনের প্রয়োজন নেই এবং এই নূরে মোহাম্মদী-ই সর্বোচ্চ গতি সম্পন্ন নূর।

## মি'রাজের চার ধাপ ঃ

১। মক্কা শরীফ হতে বাইতুল মোকাদ্দাস।

২। বাইতুল মোকাদ্দাস হতে সিদরাতুল মোন্‌তাহা।

৩। সিদরাতুল মোন্‌তাহা থেকে আরশ মোয়াল্লা।

৪। আরশ মোয়াল্লা হতে লামাকানে খোদার সান্নিধ্যে।